দৈনিক বাংলা

তারিখ ...2..1 JAN 1995 .. ..
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

ঢাকা ভার্সিটিতে জাল ভর্তি বন্ধের উদ্যোগ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বছর অনার্সে জাল ভর্তি এড়ানোর জন্য কর্তৃপক্ষ কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন। প্রতি বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জালিয়াতি করে বেশকিছু শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। পরে এর বেশিরভাগই কর্তৃপক্ষ চিহ্নিত করে তাদের ভর্তি বাতিল করেন।

জাল ভর্তির ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক (রেজিস্ট্রার) বিভাগের কিছু অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীর যোগসাজশ রয়েছে বলে একাধিক সূত্রে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

কর্তৃপক্ষ এবার ভর্তি কমিটিতে এসব অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সম্পৃক্ত না রাখা বিষয়টি চিন্তা-ভাবনা করছেন। অন্য একটি সূত্র জানায়, ভর্তি পরীক্ষা ও প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত অবাঞ্ছিত বা বহিরাগত কারো সঙ্গে যাতে যোগাযোগ রাখা না যায় তার জন্য কতিপয় বিধিনিষেধের বিষয়টিও

(৪-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা ভার্সিটিতে জাল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কর্তৃপক্ষ বিবেচনায় রাখছেন। এ ব্যাপারে শীঘ্রই সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত পাঁচ বছরে প্রায় ৪শ শিক্ষার্থী জালিয়াতির মাধ্যমে ভর্তি হয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে-এর মধ্যে ২০৫ জনের ভর্তি বাতিল করা হয়। গত বছরের ৩৭ জনের জাল ভর্তি বাতিল করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তা/কর্মচারী মোটা টাকার বিনিময়ে অবৈধভাবে জাল ভর্তি করান বলে বিভিন্ন সূত্রে অভিযোগ করা হয়। এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈধ কোন কাজ করা কঠিন। তারপরও এভাবে জাল ভর্তি হওয়ার বিষয়টি উদ্বেগজনক। তিনি বলেন, এসব অবৈধ কর্মকান্ড রোধে কর্তৃপক্ষ সব সময়ই আন্তরিক। এসব অবৈধ কর্মকান্ড সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সবাইর সতর্ক থাকার ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আবু জায়েদ শিকদার বলেন, এসব জালিয়াতির সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত তাদের আমরা চিনি এবং জানি। সঠিক প্রমাণের অভাবে তাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে না।

তিনি জানান, জালিয়াতির মাধ্যমে ভর্তির ব্যাপারটি আমরা জানতে পারলে সংশ্লিষ্ট ছাত্র এবং তার অভিভাবককে চিঠি লিখি। কেউ আসে আবার অনেকেই আসে না। এ পর্যন্ত মাত্র তিনজন শিক্ষার্থী আমাদের চিঠি পেয়ে যোগাযোগ করেছে। তবে কিভাবে ভর্তি হল সে সম্পর্কে সে কিছু জানায়নি।

এদিকে অন্য একটি সূত্র জানায়, জালিয়াতির মাধ্যমে অবৈধভাবে ভর্তি হওয়া একজন ছাত্রের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বাদী হয়ে একটি মামলা করতে পারেন।

উল্লেখ্য, কিছুদিন পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে ভর্তি শুরু হবে। এবার ভর্তি দেরীতে শুরু হবার কারণ এইচএসসি পরীক্ষার ফল দেরীতে বেরিয়েছে।